২৪ এপ্রিল ২০১২

পলিসি ব্রিফ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় অবৈধ চাঁদা আদায় বন্ধে টিআইবি'র সুপারিশ

প্রেক্ষাপট

সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। জনগুরুত্বপূর্ণ এই খাতে রয়েছে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত বহুমুখি চ্যালেঞ্জ যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে লাগামহীন অবৈধ চাঁদা আদায়। সড়ক পথে অবৈধ চাঁদা আদায়ের ফলে দ্রব্যমূল্যসহ জীবনযাত্রার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারে অবৈধ চাঁদা আদায়সহ সকল প্রকার অনুপার্জিত আয়ের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান ঘোষিত হয়েছিল। গত ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদ ভবনে শ্রম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির এক উপ-কমিটির সভায় সড়ক পরিবহনে অবৈধ চাঁদা আদায় বন্ধের উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সভায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর নির্বাহী পরিচালককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এতে আলোচনার মূল বিষয় ছিল চাঁদা আদায় বন্ধ করার প্রত্যাশায় চাঁদা নির্ধারণের প্রস্তাব। টিআইবি এই প্রস্তাবকে নৈতিকতার বিচারে অগ্রহণযোগ্য ও লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনার বিবেচনায় অবাস্তব মনে করে এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে।

> *অবৈধ চাঁদা আদায় বন্ধ করার নামে সংশ্লিষ্ট সমিতির পূর্ব নির্ধারিত নিয়মিত সদস্য ফি এর বাইরে সমিতির সদস্য বা সমিতির বাইরে বৈধভাবে কর্মরত অন্য কোনো মোটরযান শ্রমিক, মালিক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কারও নিকট হতে চাঁদা আদায় কিংবা অন্য কোনো প্রকার অবৈধ অর্থ লেনদেনকে বৈধতা প্রদান করা যাবে না। যদি করা হয় তবে এটি হবে দেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ ২০, ধারা ২) ও আইনের (দণ্ডবিধি, ধারা ৩৮৪ ও ৩৮৫) সাথে সাংঘর্ষিক। প্রস্তাবটি শুধু সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের পরিপন্থীই নয়, এরূপ অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে বাস্তবে অবৈধ চাঁদা আদায় আরও বাড়বে। অন্যদিকে এটি হবে আইনের কার্যকর প্রয়োগে সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আত্মঘাতী ব্যর্থতার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।*

চাঁদা আদায়ের মতো অবৈধ একটি চর্চাকে বৈধতা প্রদান করা রাষ্ট্রে মূল্যবোধের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করবে উল্লেখ করে টিআইবির পক্ষ থেকে সংবিধানের ২০(২) ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, যাতে বলা হয়েছে "রাষ্ট্র এমন অবস্থার সৃষ্টি করবে, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোনো ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবেন না।" মহান জাতীয় সংসদের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কমিটি তথা সরকার একদিকে সাংবিধানিক অঙ্গীকার ও সরকারের সুস্পষ্ট নির্বাচনী অঙ্গীকারের প্রতি অবজ্ঞা করে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক, অবৈধ ও জনস্বার্থের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না বলে টিআইবি বিশ্বাস করে। এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উক্ত উপ-কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার জন্য পেশ করা হল।

অবৈধ চাঁদা আদায় বন্ধে সুপারিশ

১. অবৈধ চাঁদা আদায়ের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে দল-মত বা অন্যকোনো প্রভাব নির্বিশেষে বিদ্যমান আইনের (দণ্ডবিধির ধারা ৩৮৪ ও ৩৮৫) আওতায় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

২. অবৈধ চাঁদা আদায়সহ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় সার্বিকভাবে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব ও নিয়য়মের ঊর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একটি অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে যেমন অন্য অপরাধকে বৈধতা দেয়া যাবে না, তেমনি যার হাতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাকে অবশ্যই অপরাধের ঊর্ধ্বে থেকে কাজ করতে হবে।

৩. যদি শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থ উত্তোলন করতে হয়, তাহলে শুধু সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্যদের নিকট সংগঠনের বিধান অনুযায়ী অনুমোদিত নির্ধারিত পরিমাণ টাকা ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক কিংবা বার্ষিক নিয়মে **সদস্য ফি** হিসেবে সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সদস্যদের জন্য আইডি কার্ড প্রদানের পাশাপাশি নির্ধারিত ফি সমিতির জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্মার্ট কার্ড, ক্রস-চেক, অনলাইন কিংবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সাথে সমিতির নিবন্ধনের পূর্বশর্ত হিসেবে বাৎসরিক অডিটসহ আয়-ব্যয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ

৪. টার্মিনাল, কাউন্টার ও ফেরিঘাটের মতো সকল সরকারি সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ব্যয়-নির্বাহ বাবদ মোটরযান মালিক বা শ্রমিকদের নিকট হতে সকল প্রকার অবৈধ চাঁদা আদায় নিষিদ্ধ করতে হবে। তবে সার্ভিস চার্জ বাবদ সরকার কর্তৃক ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক কিংবা বার্ষিক হারে নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্মার্ট-কার্ড, ক্রস-চেক, অনলাইন কিংবা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ব্যবহারকারীর পরিচয়পত্র (User ID) প্রদান করতে হবে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সড়ক কাঠামো/সুবিধাদি ব্যবহার করা যাবে। মেয়াদোত্তীর্ণ হলে এরূপ কার্ড পুনরায় নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ প্রদানের মাধ্যমে নবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এরূপ সার্ভিস চার্জ থেকে সংগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. মোটরযান মালিক, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অবৈধ চাঁদা আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণের জন্য হটলাইনসহ পুলিশ কর্তৃপক্ষের একটি সেল গঠন করতে হবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রেকর্ডযোগ্য সকল অভিযোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

সম্পূরক সুপারিশ

সড়ক পরিবহন সংগঠনের অনুমোদন

৬. মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর নিবন্ধন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তথা বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রক্রিয়ায় অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। নিবন্ধনের আবেদনপত্রে সংগঠনের প্রস্তাবিত সকল শাখা কমিটির ওপর বিস্তারিত তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৭. ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ১৮০ ধারার উপ-ধারা ১ (খ) যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এর অন্যথা হলে ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির পদ হতে অপসারণের বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৭৯ এর ১(ট) উপ-ধারা মোতাবেক নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তার সংখ্যা ৩৫ এর মধ্যে সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে এবং এর অন্যথা হলে সংশ্লিষ্ট কমিটি অবৈধ ঘোষণার বিধান শ্রম ও শিল্প আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৯. এক ব্যক্তির জন্য একই পর্যায়ের একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য কিংবা নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নিষিদ্ধ করতে হবে।

১০. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শুধু গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সংগঠনের কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করতে হবে। সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির কার্যকাল দুই বছর অতিবাহিত হলে কমিটি অকার্যকর - এই মর্মে বিধান করতে হবে।

১১. রোড ট্রান্সপোর্ট কমিটিতে (আরটিসি) একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় মোটরযান শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

সড়ক পরিবহন সংগঠনের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

১২. নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে অনুমোদিত মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের একটি করে নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৩. নিবন্ধনের আবেদনপত্রের সাথে সদস্যদের নিকট হতে প্রস্তাবিত সদস্য ফি'র পরিমাণ, তা আদায়ের প্রক্রিয়া, কোন অ্যাকাউন্টে তা জমা হবে, ও উক্ত টাকা কী কী কাজে খরচ করা হবে সেসবের বিবরণী প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৪. সংগঠনের সকল প্রকার কর্মকাণ্ড ও আয়-ব্যয়ের কার্য-বিবরণী, অডিট প্রতিবেদন (অডিট আপত্তিসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১৫. অবৈধ চাঁদা আদায় বন্ধসহ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে মোটর শ্রমিক, মালিক এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সেসাথে সব ধরনের মোটরযানের (নিবন্ধনকৃত ও নিবন্ধনবিহিন) ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তথ্যব্যাংক তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৯৮৬২০৪১, ৮৮২৬০৩৬ ফ্যাক্স: ৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www. ti-bangladesh.org